কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের উপায়

কাজ করার সময় আপনার সাধের এই ইলেকট্রিক ডিভাইসটি বিভিন্ন ক্ষমতাবান শক্তির সম্মুখে পড়তে পারে। যেমনঃ Computer Virus, Malware, Hard Drive Failure ইত্যাদির সন্মুখীণ হতে পারে। আপনার কম্পিউটারটিকে অকার্যকর করার দায়িত্ব তারাই স্ব-চিত্তে গ্রহণ করবে। তাই, আপনার কম্পিউটারটির ব্যবহার্য ফাইল রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য। তাই, হৈচৈ বাংলায় আমার প্রথম লেখা কিভাবে আপনার ডিভাইসটিকে সচল রাখতে এবং সকল তথ্য ব্যাক-আপ রাখতে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

ম্যালওয়্যার প্রতিরোধ

ম্যালওয়্যার হল এক ধরণের প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার যেটা আপনার কম্পিউটার নিষ্ক্রিয়করণে নিরন্তর চেষ্টা করে থাকে। অথবা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে বসে থাকে আপনার অজান্তেই। viruses, worms, Trojan horses, এবং spyware সহ নানা রকম ম্যালওয়্যার রয়েছে।

সাধারণত ম্যালওয়্যারগুলো ইন্টারনেটে বিচরণ করে এবং এটি প্রায়ই অন্য সফ্টওয়্যারলোর সাথে যুক্ত হয়। ম্যালওয়্যার থেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় হল এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার ইনস্টল করা। যেমন, অ্যাভাস্ট, অ্যাডওয়্যার, এভিজ, বিট ডিফেন্ডার, নর্টন বা ক্যাসপারস্কি। কম্পিউটারের জন্যে এই সব এন্টিভাইরাস সফট্ওয়্যার ফ্রিতেই পাওয়া যায়। পছন্দ মতো বা প্রয়োজনীয় ফিচার অনুযায়ী যে কোনটি ডাউনলোড করে কম্পিউটারকে ম্যালওয়্যার থেকে রক্ষা করুন।

অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার কম্পিউটারকে অবাঞ্চিত ম্যালওয়ার ইনস্টল হওয়া থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। সেই সাথে এটি আপনার কম্পিউটার থেকে ম্যালওয়্যার সরাতে পারে। আপনি যখন ওয়েব ব্রাউজ করছেন বা ইমেইল ব্যবহার করছেন, তখন আপনার বিচক্ষণতাকে কাজে লাগানো গুরুত্বপূর্ণ। যদি একটি ওয়েবসাইট ব্রাউজিং বা ইমেল লিংক সন্দেহজনক দেখায়, তবে ব্রাউজ করা বা ইমেল খোলা থেকে বিরত থাকুন। আর যদি ইতিমধ্যেই এ-সব অবাঞ্চিত অতিথি ব্রাউজ, ইমেল বা কোন কিছু ডাউনলোড করার মাধ্যমে ঢুকে পড়ে থাকে, তবে কম্পিউটার থেকে ভাইরাস ও ম্যালওয়্যার দূর করার পদ্ধতি জেনে নিন।

অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে মনে রাখবেন, আপনার অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামটি সবকিছু ধরতে পারে না। তাই ম্যালওয়ার ধারণ করতে পারে, এমন কিছু ডাউনলোড করা থেকেও বিরত থাকুন। সন্দেহজনক কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেই তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারী হিসেবে বুদ্ধিমানের কাজ। আর কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের উপায় হিসেবে এটিই সবচেয়ে ইফেক্টিভ।

অথবা আপনার কম্পিউটারে যদি উইরডাজ-১০ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেন, তবে উইন্ডোজ-১০ এ উইন্ডোজ ডিফেন্ডার নামক feature প্রদান করা হয় যা কম্পিউটারকে ভাইরাস মুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্যাকআপ

কল্পনা করুন, আপনার কম্পিউটার চলমান কাজে হঠাৎ শাট ডাউন হলে কি হবে! আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ নথি, ছবি, বা অন্যান্য ফাইল হারাবেন। পরে আপনার কম্পিউটার মেরামত করা সম্ভব হতে পারে, তবে আপনার ফাইল চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে, আপনার এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ বা একটি অনলাইন ব্যাকআপ ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। আপনার সমস্ত ফাইলের ব্যাকআপ কপিগুলো (অথবা শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি) গুগল ড্রাইভ, ড্রপ বক্সসহ যে কোন ফ্রি ক্লাউড সার্ভারে আফলোড করে রাখতে পারেন। এটি ম্যালওয়্যার এর বিরুদ্ধে পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ।

এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার

আপনি একটি এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ কিনে সেটিতে আপনার কম্পিউটারের ফাইলগুলো কপি করে রাখতে পারেন। এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ কেনার জন্যে যদি আপনার বাজেট না থাকে এবং আপনার কাছে যদি পুরনো কোন কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক থেকে, তবে সেই হার্ডডিস্ককে ইউএসবি বানিয়ে নিতে পারেন সহজেই।

প্রাথমিকভাবে ব্যাকআপ করতে বেশ কয়েক ঘন্টা সময় নিতে পারে। তাই, আপনাকে আপনার কম্পিউটারে অ্যাক্সেসের প্রয়োজন না হলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের নির্বাচন করে ব্যাক-আপের কাজটি করতে হবে। যে সময়টা কাজ থাকে না, সে সময় ব্যাক-আপ রান করে সাধারণত ভাল ফল পাওয়া যায়।

এজন্য ব্যাকআপ পদ্ধতিটি একটি নিয়মিত ভিত্তিতে পরিচালিত করা উচিত, কিন্তু এটি দীর্ঘমেয়াদি গ্রহণ করা মোটেও সহনীয় নয়। এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ এর একটি দুর্বলতা হলো এটি হারিয়ে যেতে পারে, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা চুরি হয়ে যেতে পারে। তাই, উপরে উল্লেখিত অনলাইন ব্যাক-আপ সার্ভিসগুলোতেই আফলোড করে রাখা উচিৎ।

অবাঞ্ছিত ফাইল সরানো

আপনার কম্পিউটার যেন আপনার মেজাজ বিগড়ে না দেয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ফাইল এবং ফোল্ডারলো সাজিয়ে রাখা জরুরী। ছড়ানো-ছিটানো বা অসংগঠিত ফোল্ডারগুলো আপনাকে প্রয়োজনীয় কাঙ্ক্ষিত ফাইলগুলো খুঁজে পেতে আরও কঠিন করে তুলবে। একই সাথে, আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি খুব সহজেই খুঁজে পাবেন।

তদুপরি, অবাঞ্ছিত ফাইল অবশেষে আপনার হার্ড ড্রাইভ পূরণ করতে পারে, যা আপনার কম্পিউটারটিকে ধীর এবং কর্মব্যস্ত করে তুলবে । এজন্য সকল অবাঞ্ছিত অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছে আপনি আপনার কম্পিউটার এর কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারেন।

কম্পিউটার ঘাতক ফাইল ডিলিট

আপনার যদি কোনও অবাঞ্ছিত ফাইল থাকে, তাহলে আপনি ম্যানুয়ালি তাদের মুছে ফেলতে পারেন। এটি করার জন্য, তাদেরকে Recycle Bin বা Trash এ টেনে আনুন, তারপর ফাইলগুলিকে স্থায়ীভাবে মুছে ফেলতে এটি খালি করুন। অপ্রয়োজনীয় ঘাতক ফাইলগুলো ডিলিট করা কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের উপায় হিসেবে দারুণ কার্য্যকর।

Disk Cleanup ব্যবহার

কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার সচল রাখার কারণে বিভিন্ন ডিস্কে টেম্পোরারি ফাইল জমা হয়ে থাকে যা কম্পিউটারের কর্মক্ষমতা হ্রাস করে। উইন্ডোজ কন্ট্রোল প্যানেলে Disk Cleanup নামক একটি প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। এটা আপনার কম্পিউটার স্ক্যান করে অস্থায়ী ফাইল এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক ফাইল মুছে ফেলতে পারে। তারপর আপনি আপনার হার্ড ড্রাইভের স্থান খালি করতে সেই টেম্পোরারি ফাইলগুলি চূড়ান্তভাবে মুছে ফেলতে পারেন।

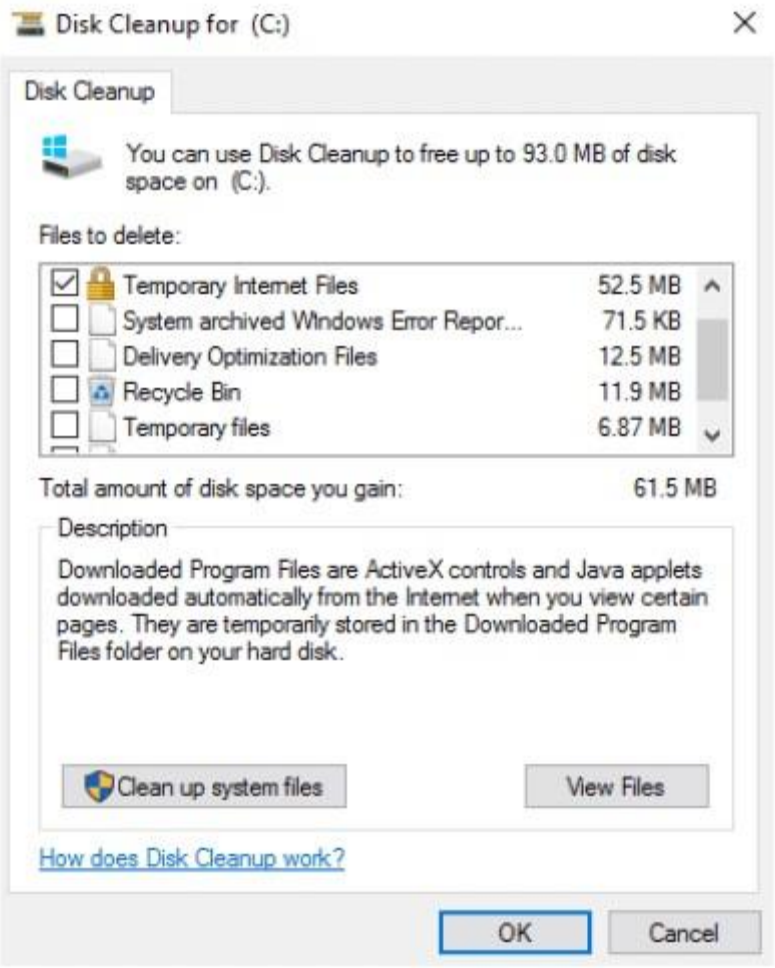

[https://hoicoibangla.com/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87/]

কম্পিউটারের সাধারণ কিছু সমস্যা ও তার সমাধান

সমস্যা	ধরন	কারণ	সমাধান
ডেস্কটপ কম্পিউটার			
কম্পিউটার চালু হচ্ছে না	হার্ডওয়ার	১. পাওয়ার সাপ্লাইয়ে সমস্যা ২. পাওয়ার বাটনের সমস্যা ৩. র‍্যামের সমস্যা ৪. প্রসেসরের সমস্যা	১. পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে কিনা এবং প্রয়োজনীয় সব ক্যাবল লাগানো আছে কিনা চেক করুন। ২. কেসিং এর পাওয়ার বাটন চেক করুন। ৩. ইন্টারনাল স্পীকার একের অধিক বীপ আওয়াজ ক্রমাগত করলে বুঝতে হবে র‍্যামের সমস্যা। র‍্যাম বদলাতে হবে। ৪. প্রসেসর ঠিকমতো বসানো আছে কিনা এবং কুলিং ফ্যান চেক করুন।
কম্পিউটার বারবার রিস্টার্ট হচ্ছে	সফটওয়ার	১. ভাইরাসের কারণে ২. এন্টিভাইরাসের সমস্যার কারণে ৩. কোনো বিশেষ অসামঞ্জস্যপূর্ণ সফটওয়ার ইন্সটলের কারণে ৪. অপারেটিং সিস্টেমের সমস্যার জন্য	১. এন্টিভাইরাস দিয়ে পুরো পিসি ভালো করে স্ক্যান করুন। ২. একাধিক এন্টিভাইরাস পিসিতে ইন্সটল করবেন না। ৩. যদি বিশেষ কোনো সফটওয়ার ইন্সটল করার পর থেকে সমস্যাটি দেখা দিয়ে তাহলে সেটি মুছে ফেলুন।
	হার্ডওয়ার	১. র‍্যাম ২. পাওয়ার সাপ্লাই ৩. কুলিং ফ্যান ৪. নতুন হার্ডওয়ার ৫. ধুলাবালি	১. কখনোই ভিন্ন ভিন্ন বাস স্পীডের র‍্যাম ব্যবহার করবেন না। ২. র‍্যামটি খুলে অন্য স্লটে লাগিয়ে দেখুন। ৩. বিদ্যুতের উঠানামার জন্য এমনটা হলে ইউপিএস ব্যবহার করুন। ৪. প্রসেসর কুলিং ফ্যান ঠিকমতো ঘুরছে কিনা এবং সেটি শক্তভাবে প্রসেসরে লাগানো আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। ৫. নতুন কোনো হার্ডওয়ার লাগানোর পর থেকে যদি সমস্যার শুরু হয় তাহলে সেটি খুলে ফেলুন। ৬. কম্পিউটারের কেসিং এর ভেতরটা ধুলাবালি মুক্ত রাখুন।
কম্পিউটার চালুর পর নিজেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে	হার্ডওয়ার	১. প্রসেসরের কুলিং ফ্যানের সমস্যা	১. মাদারবোর্ডে প্রসেসরের কুলিং ফ্যান শক্তভাবে বসানো আছে কিনা চেক করুন।

			২. কম্পিউটার পুরাতন হলে প্রসেসরের আর ফ্যানের মাঝে থাকা থার্মাল পেস্ট ক্ষয়ে যাবার কারণে এমন হলে নতুন পেস্ট লাগাতে হবে। ৩. ফ্যানে জমে থাকা ধুলো পরিস্কার করতে হবে, এয়ার ব্লোয়ার ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো হয়।
পিসি অন করলেই প্রসেসর থার্মাল ট্রিপ ওয়ার্নিং আসছে	হার্ডওয়ার	১. প্রসেসরের কুলিং ফ্যান	১. প্রসেসরের উপরের কুলিং ফ্যান ঠিকভাবে শক্ত করে বসানো আছে কিনা চেক করুন।
কম্পিউটার চালু করার পর বীপ দিতে থাকে	হার্ডওয়ার	১.যদি বীপ সংখ্যা এক হয় তার মানে কম্পিউটার ডিসপ্লে আউটপুট পাচ্ছে না।অথবা কীবোর্ড মাদারবোর্ডের সাথে ঠিকমতো সংযুক্ত না হলেও এমনটা হতে পারে।। ২. যদি একটি বড় বীপের পর দুটি ছোটো বীপ হয় তারমানে র‍্যাম পাচ্ছে না আপনার মাদারবোর্ড। ৩.যদি একটি বড় বীপের পর তিনটি ছোট বীপ হয় তাহলে বুঝবেন নিশ্চিতভাবেই ডিসপ্লে বা গ্রাফিক্স আউটপুটের সমস্যা।। ৪.যদি একটা বড় বীপ তারপর চারটা ছোট বীপ হয় তারমানে আপনার মাদারবোর্ড বা গুরুত্বপূর্ণ কোন হার্ডওয়ার নষ্ট হয়ে গিয়েছে বা ঠিকমতো কাজ করছে না।	১.র‍্যাম পরিবর্তন না স্লট পরিবর্তন করে দেখুন। ২.মনিটরের দিকে তাকান। এটি কি স্লীপ মোডে আছে।? অর্থাৎ এর লেড লাইট কি জ্বলছে নিভছে কিনা খেয়াল করুন। যদি তা না হয় অর্থাৎ লেড লাইট জ্বলেই থাকে এবং মনিটরে কিছু না কিছু দেখা যায় তাহলে আপনার মাদারবোর্ড ও গ্রাফিক্স কার্ড ঠিক আছে। ৩.যদি পাওয়ার অন করাই সম্ভব না হয় তাহলে কেসিং খুলে দেখুন নিঃসন্দেহে আপনার পাওয়ার সাপ্লাইয়ে সমস্যা। ৪.এবারে ধরুন মাদারবোর্ডের পাওয়ার লেড জ্বলছে কিন্তু কেসিংয়ের পাওয়ার বাটন চাপলেও পিসি রেসপন্স করছে না তখন বুঝতে হবে কেসিংয়ের পাওয়ার সাপ্লাইয়ে কোনো সমস্যা হবার কারণে এটি পর্যাপ্ত ভোল্টেজ আউটপুট দিতে পারছে না। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে অন্য পাওয়ার সাপ্লাই লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখুন। ৫.পাওয়ার সুইচেই সমস্যা। অভিজ্ঞ কাজ জানা ব্যবহারকারীরা সম্ভব হলে মাদারবোর্ডের ম্যানুয়াল দেখে মাদারবোর্ডের পাওয়ার বাটন পিন দুইটি বের করে তা কোনোভাবে কন্টাক্ট করে দেখতে পারেন কাজ হয় কিনা।
পাওয়ার সাপ্লাইকাজ করছে না	হার্ডওয়ার	১. পাওয়ার সাপ্লাইনষ্ট হয়ে গেছে	১. নষ্ট হলে ঠিক না করে নতুন পাওয়ার সাপ্লাই লাগানো যেতে পারে।

উইন্ডোজ চালু হতে বেশি সময় নিচ্ছে	সফটওয়ার	১. স্টার্টআপে প্রোগ্রামের সংখ্যা বেশি	১. স্টার্ট মেনু বা রানে গিয়ে MSCONFIG লিখে এন্টার দিন। স্টার্ট আপ ট্যাব থেকে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম আনচেক করুন।
কম্পিউটার বারবার হ্যাং করছে	সফটওয়ার	১. ভাইরাস ২. একাধিক এন্টিভাইরাস	১. এন্টিভাইরাস দিয়ে পিসি ভালোমতো স্ক্যান দিন। ২. একসাথে একের অধিক এন্টিভাইরাস পিসিতে ইন্সটল করবেন না।
	হার্ডওয়ার	১. র‍্যাম	১. র‍্যাম ঠিকমতো স্লটে বসানো আছে কিনা দেখুন। ২. একই বাসস্পীডবিশিষ্ট র‍্যাম ব্যবহার করবেন।
কম্পিউটার স্লো হয়ে গেছে	সফটওয়ার	১. ভাইরাস ২. অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ৩. সি ড্রাইভে অপর্যাপ্ত স্পেস	১. এন্টিভাইরাস দিয়ে পিসি স্ক্যান করুন। ২. খুব বেশি এপ্লিকেশন বা সফটওয়ার পিসিতে ইন্সটল করবেন না। ৩. সি ড্রাইভ বা উইন্ডোজের ড্রাইভে ২০% স্পেস সবসময় খালি রাখবেন।
	হার্ডওয়ার	১. র‍্যাম ২. ধুলাবালি	১. কম্পিউটারের ভেতর এবং আশপাশ সবসময় ধুলাবালি মুক্ত রাখবেন। ২. উষ্ণ কোনো স্থানে কম্পিউটার রাখবেন না। ৩. প্রয়োজনের চেয়ে র‍্যামের মেমোরির পরিমাণ কম।
কম্পিউটারের ঘড়ির সময় ঠিক থাকছে না	হার্ডওয়ার	১. মাদারবোর্ড পুরাতন হলে বায়োসের ব্যাটারী ডাউন হবার কারণে	১. কম্পিউটার মাদারবোর্ডে থাকা বায়োসের কয়েন সদৃশ ব্যাটারীটি বদলে দিতে হবে।
মনিটর			
কম্পিউটারের ডিসপ্লেতে কিছু আসছে না	হার্ডওয়ার	১. র‍্যামের সমস্যা ২. গ্রাফিক্স কার্ডের সমস্যা ৩. কানেকশনের সমস্যা	১. মনিটরের পাওয়ার এবং সিপিইউ'র ডিসপ্লে আউটপুট থেকে মনিটর পর্যন্ত সব কানেকশন ঠিক আছে কিনা চেক করুন। ২. র‍্যামের স্লট পরিবর্তন করে বসালেও এ সমস্যা মাঝেমাঝে ঠিক হতে পারে। ৩. যদি কম্পিউটার অন করার পর ইন্টারনাল সিস্টেম স্পীকার তিনবার ছোটো ছোটো বীপ করে তাহলে বুঝতে হবে গ্রাফিক্স কার্ডের সমস্যা। আপনার গ্রাফিক্স কার্ড চেক করুন। ৪. বায়োস রিসেট দিন।

মনিটরের স্ক্রীণ ঝাপসা	সফটওয়ার	১. ড্রাইভার ইন্সটল করা নেই ২. ডাইরেক্ট এক্স এর সমস্যা ৩. সেটিংস এর সমস্যা	১. আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য সর্বশেষ ড্রাইভার ডাউনলোড করে ইন্সটল করুন ২. ডাইরেক্ট এক্স আপডেট করুন। ৩. ডিসপ্লে সেটিংস এ গিয়ে রেজুলেশন এবং রিফ্রেশ রেট(৬০ হার্টজ) চেক করুন। কালার মোড(৩২ বিট) চেক করুন।
গ্রাফিক্স কার্ডের সমস্যা	হার্ডওয়ার	১. কানেকশনের সমস্যা ২. বায়োস সেটিংস ৩. ত্রুটিপূর্ণ গ্রাফিক্স কার্ড	১. গ্রাফিক্স কার্ড এবং মনিটরের কানেকশন চেক করুন। ২. বায়োসের সেটিং ডিফল্ট করে দিন। ৩. যদি কম্পিউটার অন করার পর সিস্টেম স্পীকার ৩টি বীপ করে তাহলে বুঝতে হবে গ্রাফিক্স কার্ডে সমস্যা হয়েছে। অন্য গ্রাফিক্স কার্ড লাগিয়ে চেক করুন।
মনিটরের লেখা/ছবি উলটে গেছে	সফটওয়ার	১. সেটিংস এর সমস্যা	১. গ্রাফিক্স কার্ডের সেটিংস এ গিয়ে রোটেশন অফ করে দিন বা শুণ্য ডিগ্রী করে দিন। ২. ctrl+alt+ up arrow key
মনিটরের কনট্রাস্ট রেশিও ঠিক করে দিলেও বার বার উইন্ডোটি আসতে থাকে।	হার্ডওয়ার	১। ভিজিএ ক্যাবল এ সমস্যা থাকতে পারে। ২। গ্রাফিক্স কার্ডেরকারনে হতে পারে ৩। মনিটরের সুইচ/আইসিতে সমস্যা থাকতে পারে। ৪। এজ মডেমের সিগনালের কারনে হতে পারে।	১। সুইচ চেক করা। ২। ভিজিএ ক্যাবল ঠিকমত লাগাতে হবে। ৩। এজ মডেম সামনের পোর্ট থেকে খুলে পিছনের পোর্টে লাগাতে হবে।
মনিটরের স্ক্রিনে নীল রং এসে থেমে যায় এবং মনিটর চালু হয় না	হার্ডওয়ার	১. হার্ডওয়্যার এর সমস্যা হতে পারে	১. অভিজ্ঞ কোনো টেকনিশিয়ানকে দেখান।
	সফটওয়ার	১.র‍্যাম স্লটে সমস্যা হতে পারে। ২.উইন্ডোজ ইন্সটলেশন সমস্যা হতে পারে। ৩.বেড সেক্টর এর কারণে হতে পারে। ৪.ভাইরাসের কারণে হতে পারে।	১. পুনরায় কম্পিউটার রিস্টার্ট করা যেতে পারে। ২.র‍্যাম স্লট পরিবর্তন করে দেখা যেতে পারে। ৩.উইন্ডোজ সেট আপ দেয়া যেতে পারে। ৪. হার্ডডিস্কের ব্যাড সেক্টর সমস্যার সমাধান করতে হবে।
CRT মনিটরে ডিসপ্লে তে বিভিন্ন color আসা	হার্ডওয়ার	১.মনিটরের পাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপস্থিতি। ২.ভিজিএ ক্যাবল নষ্ট	১. মনিটরের contrast মেন্যুতে dgauge বাটনে ক্লিক করলেই ভিতরের সমস্ত ray বের হয়ে গিয়ে ঠিক হয়ে যাবে।

			২. ভিজিএ ক্যাবল চেক করতে হবে। ৩. সকল ম্যাগনেটিক বস্তু বিশেষত স্পীকার মনিটর থেকে দূরে সরাতে হবে।
উইন্ডোজ সেটআপ			
উইন্ডোজ এক্সপি সেটআপ হচ্ছে না	হার্ডওয়ার	১. বুট ডিভাইস সেটিংস ২. সিডিতে সমস্যা ৩. র‍্যামের সমস্যা ৪. হার্ডডিস্কের কম্পাটিবিলিটি	১. বায়োসের বুট ডিভাইস প্রায়োরিটি থেকে সিডি ডাইভ প্রথমে নিয়ে আসুন। ২. যদি ফাইল কপি হবার সময় আটকে যায় তাহলে বুঝতে হবে সিডিতে সমস্যা, অন্য সিডি ব্যবহার করুন। ৩. ইন্সটলেশন শুরুর পর আটকালে সেটা র‍্যামের কারণে হতে পারে। সব র‍্যাম একই বাস স্পীডবিশিশট কিনা তা দেখুন। স্লট পরিবর্তন করে দেখুন। ৪. যে ড্রাইভে ইন্সটল করছেন সেটা এনটিএফএস ফরম্যাটে আছে কিনা চেক করে দেখুন।
উইন্ডোজ এক্সপি হার্ডডিস্ক খুঁজে পাচ্ছে না	সফটওয়ার	১. নতুন মডেলের হার্ডডিস্ক	১. উইন্ডোজ এক্সপির সার্ভিস প্যাক ৩ ব্যবহার করুন। ল্যাপটপের ক্ষেত্রে মাইক্রোসফট নির্মাতার মডেলের উপর ভিত্তি করে এক্সপির আলাদা ভার্সন বানিয়ে থাকে। সেটা ব্যবহার করতে হবে।
	হার্ডওয়ার	১. কানেকশনে সমস্যা ২. হার্ডডিস্ক কন্ট্রোলার	১. হার্ডডিস্কের সাথে মাদারবোর্ডের কানেকশন ঠিক আছে কিনা দেখুন। ২. বায়োসের সেটিংস এ হার্ডডিস্ক কন্ট্রোল মোড হবে আইডিই।
উইন্ডোজ এর কোন সিস্টেম ফাইল নষ্ট হয়ে যাওয়া	হার্ডওয়ার	১. ভাইরাসের কারণে	১. Google এ সার্চ দিয়ে নির্দিষ্ট ফাইলটি খুজে উইন্ডোজ এর নির্দিষ্ট ফোল্ডারে পেস্ট করতে হবে।
উইন্ডোজ সেভেন/ভিসতা থাকলে এক্সপি ইন্সটল হয় না	সফটওয়ার	১. উইন্ডোজের নিয়ম এটি	১. EasyBCD সফটওয়ার দিয়ে কাজটি করা যায়।
User Account এর পাসওয়ার্ড ভূলে যাওয়া			১.সেফ মুডে কম্পিউটার অন করে পাসওয়ার্ড মুছে দেয়া। ২.ctrl+alt চেপে ধরে দুইবার delete চেপে administrator দিয়ে ওপেন করা।
হার্ডডিস্ক			

কম্পিউটার হার্ডডিস্ক পাচ্ছে না	হার্ডওয়ার	১. কানেকশনে সমস্যা ২. বায়োসের সেটিংস ৩. হার্ডডিস্কের সমস্যা	১. হার্ডডিস্কের সাথে মাদারবোর্ডের কানেকশন ঠিক আছে কিনা দেখুন। ২. বায়োসের সেটিংস এ হার্ডডিস্ক ঠিকমতো দেখাচ্ছে কিনা দেখুন। ডিফল্ট সেটিং ব্যবহার করুন। ৩. হার্ডডিস্ক পুরাতন হলে বা ব্যাড সেক্টর পড়লে নতুন হার্ডডিস্ক ব্যবহার ছাড়া উপায় নেই।
হার্ডডিস্কের ব্যাডসেক্টর	হার্ডওয়ার	১.ঘন ঘন বিদ্যুৎচলে গেলে ২.যথাযথ ভাবে কম্পিউটার বন্ধ করা না হলে	১.ফিজিক্যাল বেড সেক্টর দূর করা যায় না। ২.লজিক্যাল বেড সেক্টর দূর করার জন্য বিভিন্ন ইউটিলিটি সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায় যেমন- Norton utility disk doctor। ৩.c ড্রাইভ এর properties থেকে Tools এর check now এ গিয়ে দুইটি check box ok দিয়ে start এ ক্লিক করতে হবে।
কীবোর্ডের কী কাজ করছে না	হার্ডওয়ার	১. ধুলাবালি/তরল পদার্থের জন্য ২. কী বোর্ড পুরাতন হয়ে গেলে। ৩.কী বোর্ড এর কার্বন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।	১. ধুলাবালি পরিস্কার করে শুষ্ক স্থানে রাখুন। ২. নতুন কীবোর্ড ব্যবহার করাই ভালো।
	সফটওয়ার	১. কীবোর্ড সেটিংসের সমস্যা	১. কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে কীবোর্ড সেটিং চেক করুন।
উইন্ডোজ আপডেটের পর সমস্যা	সফটওয়ার	১. আপডেট কম্পাটিবল না	১. নতুন আপডেটটি আনইন্সটল করে ফেলুন।
হার্ডওয়ার আপডেটের পর সমস্যা	সফটওয়ার	১. আপডেট কম্পাটিবল না	১. নতুন আপডেটটি আনইন্সটল করে ফেলুন।
সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ ডিস্ক রীড করছে না	হার্ডওয়ার	১. ডিস্কে সমস্যা ২. ড্রাইভের হেডে জমে থাকা ধুলো	১. বেশি স্ক্র্যাচ/দাগযুক্ত সিডি/ডিভি ড্রাইভে ঢুকাবেন না। ২. সিডি ক্লিনার বা ড্রাইভ খুলে হেড পরিস্কার করুন।
একটি বিশেষ সিডি/ডিভিডি চলছে না	হার্ডওয়ার	১.সিডিটি নষ্ট হতে পারে ২.সিডি/ডিভিডি ড্রাইভটি দূর্বল হয়ে যেতে পারে	১.বায়োস এ গিয়ে সিডি/ডিভিডি রমকে প্রথম বুট প্রায়োরিটি দিতে হবে। ২.সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ এর ক্যাবল মাদারবোর্ড এর অন্য স্থানে লাগাতে হবে। ৩.নতুন করে বায়োস সেট আপ করা যেতে পারে।
কম্পিউটারে সাউন্ড নেই	সফটওয়ার	১. ড্রাইভার ইন্সটল করা নেই ২. ভুল সেটিংস করা আছে	১. মাদারবোর্ডের ড্রাইভার সিডি থেকে সাউন্ডের ড্রাইভার আপডেট করুন।

			২. উইন্ডোজের সাউন্ড সেটিংস এ গিয়ে ডিফল্ট সাউন্ড ডিভাইস চেক করুন।
কম্পিউটারের সামনের পোর্ট দিয়ে সাউন্ড আসছে না	সফটওয়ার	১. ড্রাইভার ইন্সটল করা নেই	১. মাদারবোর্ডের ড্রাইভার সিডি থেকে সাউন্ডের ড্রাইভার আপডেট করুন।
	হার্ডওয়ার	১. বায়োস সেটিংস ঠিক নেই ২. মাদারবোর্ডে জ্যাক লাগানোয় সমস্যা	১. বায়োসে গিয়ে ফ্রন্ট প্যানেল অডিও আউটপুট এসি'৯৭ সেট করুন। ২. মাদারবোর্ডের ম্যানুয়াল অনুযায়ী ঠিকভাবে সাউন্ডের জ্যাক মাদারবোর্ডের সঠিক পোর্টে লাগানো হয়েছে কিনা দেখুন।
স্কাইপিতে মাইক্রোফোন কাজ করে না	সফটওয়ার	১.সাউন্ড ডিভাইস ডিজেবল থাকলে ২.স্কাইপি সাউন্ড সেটিং ঠিক না থাকলে ৩. ডিফল্ট মাইক্রোফোন ঠিক না থাকলে	১. উইন্ডোজের ডিফল্ট রেকর্ডিং ডিভাইস চেক করুন। ২. সাউন্ড কার্ডের ড্রাইভার আপডেট করে মাইক্রোফোন এনাবেল করুন। ৩.স্কাইপি কল সেটিং থেকে অডিও সেটিং এ গিয়ে মাইক্রোফোন চেক করে দিতে হবে।
মাউস ঠিকমতো কাজ করছে না	হার্ডওয়ার	১. বল মাউসের ক্ষেত্রে ধুলো ২. মাউসের পোর্ট ৩. মাউস ব্যবহারের তল	১. বল মাউসের রোলার বলটি খুলে পরিস্কার করুন। ২. ইউএসবি অপটিক্যাল মাউস হলে পোর্ট পরিবর্তন করুন। ৩. প্রতিফলিত হতে পারে এমন কোনো স্থানে রেখে অপটিক্যাল মাউস ব্যবহার করবেন না।
ইউএসবি ডিভাইস পাচ্ছে না	হার্ডওয়ার	১. বায়োসে ডিজাবেল করা	১. বায়োস রিসেট বা ইউএসবি এনাবেল করে দিন।
পেন ড্রাইভ ফরম্যাট হয় না	সফটওয়ার	১. ভাইরাস ২. ফাইল সিস্টেমের সমস্যা	১.ফরম্যাটিং টুল ব্যবহার করা। ২.ডস মুডে গিয়ে ফরম্যাট্ করা। ৩.অন্য পিসিতে চেষ্টা করা। ৪.অটো রান বন্ধ করে চেষ্টা করা। ৫.পেন ড্রাইভ নির্মাতার ওয়েব সাইট থেকে ফরম্যাট টুল ব্যবহার করা।
PDF ফাইল এডিট করা যায় না	সফটওয়ার	১. প্রয়োজনীয় সফটওয়ারের অভাব	১.Adobe Acrobat Professional (min 6 or upper version) দিয়ে করা যায়।
বাংলা পড়া যাচ্ছে না	সফটওয়ার	১. দরকারি বাংলা ফন্ট নেই	১. প্রয়োজনীয় সকল ফন্ট কপি করে ফন্ট ফোল্ডারে পেস্ট করতে হবে।

ইন্টারনেট			
ডায়ালআপ মডেম কানেকশন পাচ্ছে না	সফটওয়ার	১. ডিভাইস ড্রাইভার ২. ভুল ডায়ালআপ নাম্বার	১. ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে মডেমের ড্রাইভার এবং মডেম ঠিকমতো কাজ করছে কিনা চেক করুন। ২. ডায়ালআপ নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড চেক করুন। ৩. ইন্টারনেট কানেকশনের সব সেটিং চেক করুন। ৪. নতুন করে কানেকশন প্রোফাইল তৈরি করুন।
মোবাইল ইন্টারনেটে সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে না	সফটওয়ার	১. সীমের সংযোগ বা ইউএসবি পোর্টের সংযোগ ২. কানেকশন সেটিংস পরিবর্তনের কারণে ৩. অন্য কোন ডিভাইস দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে	১. সীম ট্রে থেকে সিমটি খুলে আবার ভালোমতো সেখানে স্থাপন করুন। ২. ইউএসবি পোর্ট পরিবর্তন করে দেখুন। ৩. পিসি রিস্টার্ট দিয়ে দেখুন। ৪. মডেমের ড্রাইভার আনইন্সটল করে নতুন করে আবার ইন্সটল করুন। ৫. অন্য কোনো মডেম বা মোবাইল দোনের ড্রাইভার ইন্সটল করা হয়ে থাকলে সেগুলো আনইন্সটল করে তারপর নতুন করে আবার মডেমের ড্রাইভার ইন্সটল করুন।
কম্পিউটার ইন্টারনেট মডেম খুঁজে পাচ্ছে না	সফটওয়ার	১. পোর্টের সমস্যা ২. ড্রাইভার নেই	১. অন্য ইউএসবি পোর্টে মডেম লাগিয়ে দেখুন। ২. কম্পিউটার রিস্টার্ট দিন। ৩. অন্য মডেমের ড্রাইন মুছে ফেলে নতুন করে মডেম ড্রাইভার ইন্সটল করুন।
মডেমে নো নেটওয়ার্ক/নো সার্ভিস	সফটওয়ার	১. ড্রাইভারের সমস্যা ২. সীমের সংযোগ	১. ড্রাইভার নতুন করে ইন্সটল করুন। ২. সীমটি মডেমের ট্রে থেকে খুলে আবার ভালোভাবে স্থাপন করুন।
ইন্টারনেট সংযোগের ধীরগতি	হার্ডওয়ার	১. সংযোগ লাইনের দূর্বলতা	১. মোবাইল ইন্টারনেট কিংবা ডায়ালআপ ইন্টারনেটের গতি এমনিতেই কম। ব্রডব্যান্ড, এডিএসএল কিংবা ওয়াইম্যাক্স ব্যবহার করে ভালো গতি পেতে পারেন।
নেটওয়ার্কে থাকা কম্পিউটারে সংযুক্ত হওয়া যাচ্ছে না	সফটওয়ার	১. আইপি এড্রেস ২. সেটিংস	১. নেটওয়ার্কে থাকা কম্পিউটারগুলার আইপি এড্রেস ঠিক আছে কিনা দেখুন ২. অন্য কম্পিউটারের সাথে শেয়ারিং অন আছে কিনা দেখুন।
ইউপিএস			
ইউপিএস ব্যাকআপ দিচ্ছে না	হার্ডওয়ার	১. ব্যাটারী পুরাতন	১. যদি ইউপিএস পুরাতন হয়ে থাকে তাহলে ইউপিএস-এ থাকা ব্যাটারী পরিবর্তন করুন।

			২. নতুন ইউপিএস এ এই সমস্যা হলে সার্কিটের কারণে তা হতে পারে।
ইউপিএস থাকার পরেও কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়	হার্ডওয়ার	১. সার্কিটের সমস্যা ২. চার্জ কম ৩. লোড বেশি	১. ইউপিএস এ চার্জ কম থাকলে এমন হতে পারে। ২. যদি ইউপিএস এর আউটপুট ক্ষমতার চেয়ে কম্পিউটারের লোড বেশি হয়ে যায় তাহলে হতে পারে। প্রিন্টার, স্ক্যানার ইউপিএস এর সাথে লাগাবেন না। ৩. সব ঠিক থাকার পরেও সমস্যা হলে সেটা সার্কিটের কারণে হতে পারে।
প্রিন্টার			
প্রিন্টার কাজ করছে না	সফটওয়ার	১. ড্রাইভার ২. ডিফল্ট প্রিন্টার সেটিংস	১. আপডেটেড প্রিন্টার ড্রাইভার ব্যবহার করতে হবে। ২. ডিফল্ট প্রিন্টার সেটিংস চেক করতে হবে।
	হার্ডওয়ার	১. লুজ কানেকশন	১. প্রিন্টারের সাথে ইউএসবি পোর্টের কানেকশন চেক করুন। ২. ইউএসবি পোর্ট পরিবর্তন করে দেখুন।
কার্ট্রিজ রিফিল করার পর সমস্যা হচ্ছে	হার্ডওয়ার	১. কালির সমস্যা ২. কার্ট্রিজের সমস্যা	১. রিফিলে ব্যবহৃত কালির মান ভালো না। ২. রিফিলের ফলে কার্ট্রিজে সমস্যা দেখা দিয়েছে।
একই পেজ বারবার প্রিন্ট হচ্ছে	সফটওয়ার	১. সফটওয়ার/ড্রাইভারের সমস্যা	১. প্রিন্টারের অফ করে পিসি থেকে ক্যাবল খুলে কিছুক্ষণ পর আবার লাগিয়ে অন করুন। ২. নোটিফিকেশন এরিয়ার প্রিন্টার ডকুমেন্ট লিস্ট থেকে জমে থাকা ফাইল মুছে ফেলুন।
কমান্ড দিলে প্রিন্ট শুরু হচ্ছে না	হার্ডওয়ার	১. কাগজ ঠিকমতো নেই ২. কার্ট্রিজ ঠিকমত বসানো নেই	১. কাগজ ঠিকমতো সাথে আছে কিনা চেক করুন। প্রিন্টারের কাগজ টানতে যেন কোনো সমস্যা না হয়। ২. প্রিন্টার খুলে কার্ট্রিজ চেক করুন এবং প্রয়োজনবোধে খুলে আবার লাগান। নতুনভাবে কার্ট্রিজ লাগানোর পর প্রিন্টার সফটওয়ার দিয়ে আবার এলাইনমেন্ট ঠিক করুন।
প্রোজেক্টর			
প্রোজেক্টরে ছবি আসছে না	হার্ডওয়ার	১. ভুল কানেকশনের ২. ক্যাবলের সমস্যা ৩. ল্যাম্পের সমস্যা	১. আগে প্রোজেক্টরের ম্যানুয়াল পড়ে নিতে হবে। ২. গ্রাফিক্স কার্ড বা ল্যাপটপের আউটপুটের সাথে প্রোজেক্টরের ইনপুটের সংযোগ চেক করতে হবে। ৩. ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ১০ মিটারের বেশি হওয়া যাবে না। ৪. ল্যাম্পের লাইফ সাইকেল সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।

	সফটওয়ার	১. উইন্ডোজের ডিসপ্লে সেটিংস ২. প্রোজেক্টরের সেটিংস	১. উইন্ডোজের সেকেন্ডারি ডিসপ্লে সেটিংস চেক করুন। উইন্ডোজ+P বাটন প্রেস করে সহজেই এটি করা যায়। ২. উইন্ডোজের প্রোজেক্টর রেজুলেশন আর প্রোজেক্টরের সাপোর্টেড রেজুলেশন ঠিক থাকতে হবে। ৩. সব কানেকশন ঠিক থাকলে আগে প্রোজেক্টর অন করুন ,তারপর কম্পিউটার। ৪. প্রোজেক্টরে একাধিক ইনপুটের সিস্টেম থাকলে সেটা চেক করুন।
প্রোজেক্টরে ছবিতে ডট/দাগ	হার্ডওয়ার	১. প্রোজেক্টরের লেন্সে জমা ধুলাবালি	১. নিয়মিত প্রোজেক্টরের লেন্স পরিস্কার করতে হবে।
প্রোজেক্টরের স্ক্রীণে স্পষ্ট ছবি আসছে না	সফটওয়ার	১. রেজুলেশনের সমস্যা	১. প্রোজেক্টরে অটোমেটিক সেটিংস এর কোনো বাটন থাকলে তা প্রেস করুন। ২. ডেস্কটপ/ল্যাপটপের রেজুলেশন সেটিংস পরিবর্তন করে দেখুন। ৩. ডেস্কটপ/ল্যাপটপের ডিসপ্লে ডিজাবেল করে দিন।
প্রোজেক্টর এ বায়োস এর ডিসপ্লে আসছে না	হার্ডওয়ার	১. ডিভাইস সাপোর্ট নেই	১. এই সমস্যার সমাধান নেই।
ল্যাপটপেরএর কোন জিনিস প্রজেক্টর এ দেখানো যায় না	হার্ডওয়ার	১.ক্যাবল সংযোগ দূর্বল হতে পারে	১.ক্যাবল সংযোগ ঠিকমত লাগাতে হবে।
	সফটওয়ার	১. Resolution পার্থক্য থাকতে পারে। ৩.Settings এ নির্দিষ্ট অপশন আনচেক থাকতে পারে।	১. Desktop-properties-settings-advanced-Graphics Media-graphics properties-single/multiple display (চেক করে দিতে হবে)। ২. উইন্ডোজ সেভেন উইন্ডোজ+পি কী প্রেস করতে হবে।
ল্যাপটপ কম্পিউটার			
ল্যাপটপ চালু হচ্ছে না	হার্ডওয়ার	১. ব্যাটারীর সমস্যা ২. চার্জিং পোর্টের সমস্যা ৩. কারিগরী সমস্যা	১. ল্যাপটপের ব্যাটারীর ক্ষমতা পুরো কমে গেলে কিংবা ত্রুটি দেখা দিলে এমন হয়, ব্যাটারী পরিবর্তন করতে হবে। ২. চার্জিং পোর্ট এবং এডাপ্টার ঠিক আছে কিনা দেখুন।

			৩. ল্যাপটপের ইন্ডিকেটর লাইট অন না হলে কোনো টেকনিশিয়ানকে দেখান।
ল্যাপটপ ব্যাকআপ কম দিচ্ছে	হার্ডওয়ার	১. ল্যাপটপের ব্যাটারীর আয়ু কমে গেছে	১. ল্যাপটপ ব্যবহারের কিছু নিয়মকানুন আছে সেগুলা মেনে চলুন।
	সফটওয়ার	১. ভুল পাওয়ার সেটিংস	১. উইন্ডোজের পাওয়ার সেটিং ঠিক করে ব্যাকআপ বাড়ানো সম্ভব।
ল্যাপটপ অতিরিক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে	হার্ডওয়ার	১. অপর্যাপ্ত কুলিং ২. অতিরিক্ত কাজের চাপ	১. ল্যাপটপের কুলিং ফ্যানের একদম সামনে কোনো কিছু রাখবেন না। ২. ল্যাপটপের প্রসেসর যেখানে থাকে সেই স্থান বেশি গরম হয়। খেয়াল রাখবেন সবসময় যেন সেখানে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। ৩. ল্যাপটপে টানা বেশিক্ষণ মুভি দেখবেন না বা সারাক্ষণ কাজ করবেন না।
ল্যাপটপ পাওয়ার পাচ্ছে না	হার্ডওয়ার	১. এডাপ্টারের সমস্যা	১. পাওয়ার সাপ্লাই-এর সকেট এবং ল্যাপটপের এডাপ্টার চেক করুন।
ল্যাপটপের ডিসপ্লে আসছে না	সফটওয়ার	১. উইন্ডোজের সমস্যা	১. যদি বায়োসের স্ক্রীন আসার পর ডিসপ্লে কালো হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে উইন্ডোজের সমস্যা। উইন্ডোজ রিপেয়ার করুন বা নতুন করে সেটআপ করুন।

[http://bagjanaup.joypurhat.gov.bd/site/page/6dc5da0e-1ab0-11e7-8120-286ed488c766/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%20%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81%20%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%20%E0%A6%93%20%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8]